

সংবাদদাতা : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের দাবী ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। ক্যাম্পাসে অবস্থিত সমস্ত ছাত্র সংগঠন এবং সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরাও এ দাবী সমর্থন করে অবিলম্বে কর্তৃপক্ষের নিকট জাকসু নির্বাচনের দাবী জানিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে প্রতি বছর জাকসু নির্বাচনের কথা থাকলেও ২৬ বছর বয়সী প্রতিষ্ঠানটির মাত্র ৯টি ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৯৩ সালের ২৯ জুলাই ছাত্রদল তাদের দাবী একজন সমর্থকের বহিষ্কারাদেশের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুরের অপরাধে সর্বশেষ জাকসু ভেঙ্গে দেয়া হয়। এরপর দীর্ঘ ৫ বছর অতিক্রান্ত হলেও কর্তৃপক্ষ জাকসু নির্বাচনে উদ্যোগী হয়নি। ১৯৯৩ সালের ২ আগস্ট জাকসু ভেঙ্গে দিয়ে তৎকালীন ভিসি প্রফেসর কাজী সালাহ আহমদ ঐদিনই পদত্যাগ করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৩ মাস অনির্ধারিত বন্ধ থাকে। ফলে দীর্ঘমেয়াদী সেশন জটের সৃষ্টি হয় যা বর্তমানে দেড় বছরে এসে দাঁড়িয়েছে।

এ অবস্থায় সীমাহীন সমস্যার মধ্য দিয়ে এগুচ্ছে দেশের একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়টি। ছাত্র সংসদ না থাকায় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যাগুলো দেখার কেউ নেই। অথচ ছাত্র সংসদের নামে ছাত্র-ছাত্রীদের

৫ বছর যাবৎ নির্বাচন নেই

জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবী

নিয়মিত বিরাট অংকের টাকা জমা দিতে হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদের নির্বাচন না হওয়ায় খেলাধুলা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়েছে। ডাইনিং ক্যান্টিনে কুপনের মূল্য কয়েক দফা বৃদ্ধি পেলেও খাবারের মান বাড়েনি মোটেও। প্রতি বছর পরিবহন খাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হলেও লাইব্রেরীর বই কেনার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয় কয়েক লাখ টাকা। অথচ প্রয়োজনীয় বই না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

জাকসু নির্বাচন না হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাপর নির্বাচন; যেমন, শিক্ষক সমিতি কর্মচারী সমিতি অফিসার সমিতিসহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলোর নির্বাচন হচ্ছে ঠিকই। তাদের জন্য বাজেট বরাদ্দও হচ্ছে। কিন্তু জাকসু নির্বাচন না

হওয়ায় জাকসুর জন্য নির্বাচিত বাজেট বরাদ্দও দেয়া হচ্ছে না।

এদিকে, অবিলম্বে জাকসু নির্বাচনের দাবী জানিয়ে ছাত্রলীগ (শামীম-পান্না) জাঃ বি'র সভাপতি মোহাম্মদ মহিবুল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক দুরন্ত বিপ্লব বলেন, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে অবিলম্বে 'জাকসু' নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন।

বর্তমানে নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে। তাই নির্বাচন যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল।

ছাত্রদল অবশ্য বলেছেন, ক্যাম্পাসে নির্বাচনের পরিবেশ নেই; কাজেই এই অবস্থায় 'জাকসু' নির্বাচন সম্ভব নয়। ছাত্রদল জা বি'র সভাপতি আসাদুল্লাহ আসাদ সাংবাদিকদের জানান যে অবশ্যই 'জাকসু' নির্বাচন চাই তবে এর আগে ক্যাম্পাসে উপযুক্ত পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে।